بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ জুলাই ২০১৮ মোতাবেক ২৭ ওফা ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আজ আমি দু'জন সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব। প্রথমজন হলেন, হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ আনসারী (রা.)।

হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ (রা.) বনু জাহ্জাবা গোত্রের সদস্য ছিলেন। মদীনায় আসার পর মহানবী (সা.) হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ (রা.) এবং হযরত তোফায়েল বিন হারেস (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। {১৯৯৬ সনে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসুল আরাবী মুদ্রিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৮ মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.)} হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম, হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ এবং হযরত আবু সাবরাহ্ বিন আবি রুহ্ম (রা.) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গমন করেন তখন তারা হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন।{১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫ যুবায়ের বিন আল্ আওয়াম (রা.), পৃ: ৬১) হযরত মুনযির (রা.) বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর বি'রে মঊনার ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন। {১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৮ মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.)} ইতিপূর্বে সাহাবীদের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটেও দু'একটি স্থানে বি'রে মঊনার কথা এসেছিল। এই প্রেক্ষাপটে পুনরায় আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। হযরত মুনযির (রা.)'র শাহাদতের যে বিশদ বিবরণ **"সীরাত খাতামান্ নবীঈন"** পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে তিনি লিখেছেন, মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরী সনের সফর মাসে হযরত মুনযির বিন আমর আনসারী (রা.)'র নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন, যাদের প্রায় সবাই আনসার ছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন আর তাদের সবাই ছিলেন ক্বারী অর্থাৎ কুরআন পাঠে দক্ষ, যারা দিনের বেলায় জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে সেই কাঠ বিক্রি করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। রাতের একটি বড় অংশ তারা ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন। তারা সবাই যখন সেই স্থানে পৌঁছেন যা একটি কূপের কারণে বি'রে মঊনা নামে সুপরিচিত ছিল, তখন তাদের মধ্য থেকে হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.) যিনি হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)'র মামা ছিলেন, তিনি মহানবী (সা.)'র পক্ষ থেকে ইসলামের আমন্ত্রণ বাণী নিয়ে আমের গোত্রের নেতা আবু বারা আমেরের ভাতিজা আমের বিন তোফায়েলের কাছে (দূত হিসাবে) এগিয়ে যান। অবশিষ্ট সাহাবীরা পিছনে অবস্থান করেন। হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.) মহানবী (সা.)'র দূত হিসেবে আমের বিন তোফায়েল এবং তার সাথীদের কাছে পৌঁছলে প্রথম দিকে তারা কপটতাপূর্ণ যত্নাত্তি করে। কিন্তু যখন তিনি আশ্বস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করেন এবং ইসলামের বার্তা শোনাতে এবং ইসলামের তবলীগ আরম্ভ করেন তখন তাদের মধ্য হতে কতক দুষ্কৃতকারী কাউকে ইঙ্গিত করে আর সে নিরপরাধ সেই দূতকে পিছন দিক থেকে বর্ষা মেরে সেখানেই হত্যা করে। হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.) যখন আহত হন সেই মুহূর্তে তার মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল, **'আল্লাহু আকবার, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা"** অর্থাৎ আল্লাহ্ আকবার, কাবার প্রভুর কসম! আমি আমার লক্ষ্য অর্জন করে ফেলেছি। আমের বিন তোফায়েল মহানবী (সা.)-এর দূতকে হত্যা করেই ক্ষান্ত

হয় নি বরং মুসলমানদের অবশিষ্ট লোকদের ওপর আক্রমন করতে বনু আমের গোত্রের লোকদেরকে প্ররোচিত করে কিন্তু তারা এমনটি করতে অস্বীকার করে আর বলে, আমরা আবু বারা'র যেখানে (মুসলমানদের) নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকতে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করব না। এতে আমের বনু সুলায়েম গোত্রের বনু রি'ল, যাকওয়ান এবং উসাইয়্যা প্রমুখকে (অর্থাৎ বুখারীর হাদীস অনুসারে এরাই মহানবী (সা.)-এর কাছে দূত হিসেবে এসে বলেছিল, আমাদের কাছে কয়েকজনকে পাঠান যারা আমাদেরকে তবলীগ করবে।) নিজের সাথে নিয়ে যায় আর পরবর্তীতে এরা সবাই মুসলমানদের এই স্বল্প সংখ্যক এবং নিরীহ দলটির ওপর হামলে পড়ে। এই নর পিশাচদের যখন মুসলমানরা নিজেদের দিকে আসতে দেখেন তখন তারা বলেন, তোমাদের সাথে আমাদের কোন বিবাদ নেই, আমরা কোন ঝগড়া করতে আসি নি। আমরা তো মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে একটা দায়িত্ব পালনের জন্য এসেছি আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার আমাদের কোন অভিপ্রায় নেই। কিন্তু তারা কোন কথার প্রতি কর্ণপাত না করে সবাইকে তরবারী দিয়ে হত্যা করে। সেখানে উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে কেবল হযরত কা'ব বিন যায়েদ (রা.) প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন যিনি খোঁড়া ছিলেন, তিনি পাহাড়ে চড়ে গিয়েছিলেন। (পূর্বেও তাঁর কথা এসেছে) অন্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, কাফিররা তার ওপরও আক্রমণ করেছিল, যার ফলে তিনি আহত হয়েছিলেন আর কাফিররা তাকে মৃত মনে করে ফেলে যায় কিন্তু আসলে তার মাঝে প্রাণ ছিল যে কারণে তিনি প্রাণে রক্ষা পান।

সাহাবীদের এই দলটির মাঝে দু'জন অর্থাৎ হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী এবং হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ (রা.) তখন উট ইত্যাদি চরানোর জন্য নিজেদের দল থেকে পৃথক হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন, তারা দূর থেকে তাদের শিবিরের দিকে তাকিয়ে দেখেন, আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে, তারা এই ঊষর মরুর ইঙ্গিতকে ভালোভাবে বুঝতেন, (মরুভূমিতে যখন পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে, এর অর্থ হল নীচে তাদের জন্য খাবারের কোন ব্যবস্থা হয়েছে।) তাই তারা তাৎক্ষণিকভাবে অনুধাবন করেন, কোন যুদ্ধ হয়েছে। ফিরে এসে নিষ্ঠুর পাষাণ অবিশ্বাসীদের রক্তপাতের অপকর্ম চোখের সামনে ছিল। তারা দূর থেকে এ দৃশ্য দেখেই ত্বরিৎ নিজেদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করেন। একজন বলেন, এখান থেকে আমাদের যথাশীঘ্র বেরিয়ে যাওয়া উচিত আর মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-কে অবগত করা উচিত। কিন্তু দ্বিতীয়জন এই পরামর্শ গ্রহণ না করে বলেন, আমি এই জায়গা ছেড়ে কখনও পলায়ন করব না, যেখানে আমাদের আমীর মুনযির বিন আমর (রা.) শহীদ হয়েছেন সেখানেই আমরা যুদ্ধ করব। অতএব তিনি এগিয়ে যান এবং যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন। (হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম, এ সাহেব (রা.) রচিত 'সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃ: ৫১৮-৫১৯) অর্থাৎ মুনযির বিন মুহাম্মদ (রা.)'র কথা হচ্ছে, তিনি উট চড়াতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে তিনিও শত্রুর মোকাবিলা করেন আর শাহাদত বরণ করেন। এভাবেই ৪র্থ হিজরীতে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন, হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.), তিনি ছিলেন লাখাম গোত্রের সদস্য। হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.) বনু আসাদের মিত্র ছিলেন। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ, এটিও বলা হয় যে, তার ডাকনাম আবু মুহাম্মদ ছিল। হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.) ইয়েমেন নিবাসী ছিলেন। হযরত আসেম বিন উমর বর্ণনা করেন, হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.) এবং তার দাস সা'দ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর উভয়ে হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ বিন উকবা (রা.)'র কাছে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ এবং হযরত রুখায়লা বিন খালেদ (রা.)'র মাঝে ভাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন। আরেকটি বর্ণনায় এটিও উল্লেখ আছে, হযরত উওয়ায়েম বিন সায়েদা এবং হযরত হাতেব

বিন আবি বালতা'হ্ (রা.)'র মাঝে মহানবী (সা.) ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধ সহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে একটা তবলীগি পত্রসহ আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ্ মকুকাসের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত হাতেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর একজন দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। এটিও বলা হয়, অজ্ঞতার যুগে কুরাইশের সর্বোত্তম অশ্বারোহী এবং কবিদের অন্যতম ছিলেন হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.)। কেউ কেউ বলেন, হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.) উবায়দুল্লাহ্ বিন হামিদের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তার মনিবের সাথে চুক্তি সাপেক্ষে মুক্তি লাভ করেছিলেন আর এই চুক্তির মূল্য তিনি মক্কা বিজয়ের দিন তার মনিবকে পরিশোধ করেছিলেন। [২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯১, হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.)] (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬১, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪২, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) আল্ ইসাবাহ ফী তামইযিস্ সাহাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪-৫, হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.), ১৯৯৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) **হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, তার স্বামীর ইন্তেকালের পর মহানবী (সা.) আমার কাছে বিয়ের যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তা হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.)'র মাধ্যমেই পাঠিয়েছিলেন।** (নূর ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদিত সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, বাবু মা ইউকালু আনহুল মুসীবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮০, হাদীস: ১৫১৬)

একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.)'র কাছে শুনেছেন, তিনি বলতেন, মহানবী (সা.) উহুদের দিন আমার প্রতি মনোনিবেশ করেন, যুদ্ধের পর অবস্থা যখন কিছুটা ভালো হলে (তিনি) নিকটে আসেন। মহানবী (সা.) কষ্টে নিপতিত ছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর হাতে পানির পাত্র ছিল আর মহানবী (সা.)-সেই পানি দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করছিলেন। হযরত হাতেব (রা.) তখন মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার সাথে এমনটি কে করেছে? মহানবী (সা.) বলেন, উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস আমার মুখমণ্ডলে পাথর মেরেছে। হযরত হাতেব (রা.) বলেন, আমি পাহাড়ে এই শব্দ শুনেছিলাম, মহানবী (সা.)-কে হত্যা করা হয়েছে আর সেই আওয়াজ শুনে আমি এমন অবস্থায় এখানে এসেছি যেন আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার উপক্রম, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। আর আমার মনে হচ্ছিল, আমার দেহে প্রাণ নেই। হযরত হাতেব (রা.) মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, উতবা কোথায়? তিনি (সা.) এক দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ঐদিকে রয়েছে। হযরত হাতেব (রা.) সেদিকে যান, সে কোথাও আত্মগোপন করেছিল, তারপরও তিনি তাকে পরাস্ত করতে সফল হন। এরপর হযরত হাতেব (রা.) তরবারীর আঘাতে তার শিরোচ্ছেদ করেন। এরপর তিনি তার মাথা এবং তার বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম এবং ঘোড়াটি নিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন। মহানবী (সা.) সেসব সাজসরঞ্জাম হযরত হাতেব (রা.)-কে দিয়ে দেন এবং তার জন্য দোয়া করেন। তিনি (সা.) বলেন, **"আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।"** {এ কথা তিনি (সা.) দু'বার উচ্চারণ করেন}। (আস্ সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, জিমাউ আবওয়াবিল আনফাল বাবুস্ সালাব লিলকাতিল, হাদীস ১৩০৪১, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫০৪, ২০০৪ সনে মুদ্রিত)

৩০ হিজরীতে ৬৫ বছর বয়সে হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.) ইন্তেকাল করেন। হযরত উসমান (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। (১৯৯৬ সনে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসুল আরাবী থেকে মুদ্রিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬১) মকুকাসের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মহানবী (সা.)-এর পত্রের বিস্তারিত বর্ণনায় হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, এটি ছিল রাজা-বাদশাহ্দের কাছে প্রেরিত তৃতীয় পত্র । {হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম,এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পৃ: ৮১৮} হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, এটি ছিল চতুর্থ পত্র। (দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৩২১) যাহোক, রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজা-বাদশাহ্কে

ইসলামের বাণী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রগুলোর একটি ছিল মিশরের গভর্নর মকুকাসের নামে লেখা। সে রোমান সম্রাটের অধীনে মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে শাসক ছিল এবং রোমান সম্রাটের ন্যায় খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী ছিল। তার নিজের নাম ছিল জুরায়েজ বিন মীনা আর সে এবং তার প্রজাদের সম্পর্ক ছিল কিবতী জাতির সাথে। এই পত্রটি তিনি (সা.) তাঁর সাহাবী হাতেব বিন আবি বালতা'হ্‌র হাতে প্রেরণ করেন আর এই পত্রের বাক্যগুলো হল,

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم القبط سلام على من التبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية السلام اسلام تسليم يتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم القبط يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون.

(উচ্চারণ: **বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম। মিন মুহাম্মদিন আবদিল্লাহ ওয়া রসূলীহি ইলাল মুকাওকাসিল আযীমিল ক্বিবতি। সালামুন আলা মানিত্তাবায়াল হুদা। আম্মাবা'দু ফা ইন্নি আদউকা বিদিআ'য়াতিল ইসলামি আসলিম তুসলাম ইউতিকাল্লাহু আজরাকা মাররাতাইনি। ফাইন্না তাওয়াল্লাইতা ফাআলাইকা ইসমুল ক্বিবতি। ইয়া আহলাল কিতাবি তা'লাও ইলা কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা ওয়া বাইনাকুম আন্ ল্লা না'বুদা ইল্লাল্লাহা ওয়ালা নুশরিকা বিহী শাইয়ান ওয়া লা ইয়াত্তাখিযা বা'যুনা বা'যান আরবাবাম মিন দূনিল্লাহি ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকূলূশ্‌হাদূ বিআন্না মুসলিমূন**)

অর্থাৎ, '**আমি আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, যিনি অযাচিত অসীম দাতা** এবং **কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদানকারী। এই পত্রখানা খোদার বান্দা মুহাম্মদ** (সা.) **এবং তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কিবতীদের প্রধান মকুকাসের নামে প্রেরিত হচ্ছে। সেই ব্যক্তির প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যে হিদায়েত অনুসরণ করে।** এরপর, **হে মিশরের গভর্নর!** আমি আপনাকে **ইসলামের হিদায়তের** প্রতি **আহ্বান** জানাচ্ছি। মুসলমান হওয়ার মাধ্যমে আপনি ঐশী শান্তি গ্রহণ করুন **কেননা এটিই একমাত্র মুক্তির পথ। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদানে** ভূষিত করবেন। **কিন্তু আপনি যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে (আপনার নিজের পাপের পাশাপাশি) কিবতীদের পাপও আপনার স্কন্ধে বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! সেই বাণীর প্রতি আসো যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে** সমভাবে প্রযোজ্য, **অর্থাৎ এক আল্লাহ্ ছাড়া** আমরা **আর কারো ইবাদত করবো না** এবং কোন ভাবেই আমরা **আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবো না আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্য হতেই কাউকে প্রভু এবং অভাব মোচনকারী জ্ঞান করব না। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে** তাদেরকে **বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক যে,** নিশ্চয়ই **আমরা** সর্বাবস্থায় **এক আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা।**'

এটি সেই পত্র যা তিনি (সা.) সেই গভর্নরকে পাঠিয়েছিলেন। হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ যখন আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছেন তখন সেখানে মকুকাসের প্রহরী অর্থাৎ দারোয়ানের সাথে সাক্ষাতের পর তার দরবারে উপস্থিত হন এবং মহানবী (সা.)-এর পত্র উপস্থাপন করেন। মকুকাস পত্রটি পাঠ করেন এবং হাতেব বিন আবি বালতা'হ্‌কে সম্বোধন করে কিছুটা রসিকতাচ্ছলে বলেন, তোমাদের এই ব্যক্তি [অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)] যদি সত্যিই

আল্লাহ্‌র নবী হয়ে থাকেন তাহলে তিনি (এই পত্র পাঠানোর পরিবর্তে) আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া কেন করেন নি যে, আল্লাহ্ যেন তাকে আমার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করে দেন [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কে সেই গভর্নরের বিরুদ্ধে জয়ী করে দেন।] (তখন) হযরত হাতেব (রা.) উত্তরে বলেন, তোমার এ আপত্তি যদি বৈধ হয় তাহলে এই আপত্তি হযরত ঈসার ক্ষেত্রেও বর্তায় অর্থাৎ তিনি তাঁর বিরোধীদের বিরুদ্ধে এ ধরণের দোয়া কেন করেন নি? পুনরায় হাতেব (রা.) মকুকাসকে উপদেশ দিয়ে বলেন, আপনি ঠাণ্ডা মাথায় অভিনিবেশ করুন, কেননা ইতোপূর্বে আপনার এই দেশ মিশরেই এমন এক ব্যক্তি (অর্থাৎ ফেরাউন) অতিবাহিত হয়েছে, যে এই দাবি করত, সে–ই সমগ্র বিশ্বের প্রভু–প্রতিপালক এবং সর্বোচ্চ শাসক। তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে এমনভাবে ধৃত করেন যে, সে পূর্বাপর সবার জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হয়। অতএব, আমি আপনার কাছে আন্তরিকভাবে নিবেদন করব, অন্যদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করুন আর এমনটি যেন না হয় যে, আপনার পরিণতি দেখে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। গভর্নর যখন দেখেন, (তিনি) এমন বীরত্বের সাথে কথা বলছেন তখন (গভর্নর) বলেন, সত্য কথা হল, পূর্ব থেকেই আমরা একটি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এর চেয়ে উত্তম ধর্ম না পাব এটি আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্ম পরিত্যাগ করতে পারি না। হযরত হাতেব (রা.) উত্তরে বলেন, ইসলাম হল সেই ধর্ম যা অন্য সকল ধর্মের বিপরীতে অমুখাপেক্ষিতা দান করে। (এটি শেষ ধর্ম আর সব ধর্ম এতে নিহিত রয়েছে) কিন্তু ইসলাম আপনাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনতে বাধা দেয় না বরং সকল সত্য নবীর প্রতি ঈমান আনয়নের উপদেশ দেয়। এছাড়া হযরত মূসা যেভাবে হযরত ঈসার সুসংবাদ দিয়েছিলেন একইভাবে হযরত ঈসা আমাদের নবী (সা.)-এর (আগমনের) শুভসংবাদও দিয়েছেন। এরপর মকুকাস কিছুটা চিন্তামগ্ন হয়ে নীরব হয়ে যান। কিন্তু এরপর অন্য আরেকটি অধিবেশনে যেখানে কতেক বড় বড় ধর্মজাযকও উপস্থিত ছিল সেখানে মকুকাস হযরত হাতেব (রা.)-কে পুনরায় বলেন, আমি শুনেছি তোমাদের নবী স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। অতএব তোমাদের নবী যখন নিজের দেশ মক্কা থেকে বিতাড়িত হন তখন তিনি তাঁকে দেশান্তরকারীদের ধ্বংসের জন্য অভিশাপ কেন দেন নি যার ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হত আর নবী নিজে শান্তিতে থাকতেন। হযরত হাতেব (রা.) এ কথা শুনে সেই গভর্নরকে উত্তর দেন, আমাদের নবী তো দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু আপনাদের মসীহ্‌কে তো ইহুদীরা ধরে শূলে চড়িয়ে হত্যাই করতে চেয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তো তিনি তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করতে পারেন নি। এ উত্তর শুনে মকুকাস প্রভাবিত হন এবং বলেন, নিঃসন্দেহে তুমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ আর এক প্রজ্ঞাবান মানুষের পক্ষ থেকে দূত হয়ে এসেছো। এরপর বলেন, আমি তোমাদের নবী সম্পর্কে প্রণিধান করেছি, আমি মনে করি সত্যিই তিনি কোন অপছন্দনীয় বিষয়ের শিক্ষা দেন নি আর কোন ভালো কাজে বারণ করেন নি। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর পত্রটি একটি গজদন্তের বাক্সে রেখে তাতে নিজের মোহরাঙ্কিত করেন এবং সেটির সুরক্ষার জন্য নিজ গৃহের এক বিশ্বস্ত মেয়ের হাতে হস্তান্তর করেন। যাহোক, এই পত্রের প্রতি তিনি সম্মানজনক ব্যবহার করেছেন। এরপর মকুকাস তার এক আরবী ভাষী লিপিকারকে ডাকেন এবং মহানবী (সা.)-এর নামে পত্র লেখান আর পত্র লিখিয়ে হযরত হাতেব (রা.)'র হাতে তুলে দেন। সেই পত্রের বাক্যাবলীর অনুবাদ হল,

"আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি যিনি অযাচিত অসীম দাতা ও পরম করুণাময়। এই **পত্রটি কিবতীদের নেতা মকুকাসের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নামে** লেখা হল। **আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনার পত্র এবং আপনার** বক্তব্যের **বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছি** আর **আপনার** আহ্বানের বিষয়ে **প্রণিধান করেছি। একজন নবী আবির্ভুত হতে যাচ্ছেন এটি আমি** নিশ্চিত **জানতাম, কিন্তু আমার ধারণা ছিল তার জন্ম হবে সিরিয়ায়** (আরবে নয়)। আর **আমি আপনার দূতের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করেছি** এবং **তার সাথে** আমি **(উপহারস্বরূপ) দু'টি মেয়েকে পাঠাচ্ছি, কিবতীদের মাঝে যাদের অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে। এরা কুলীন বংশের মেয়ে। এছাড়া আমি কিছু কাপড়ও পাঠাচ্ছি আর আপনার বাহন হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি খচ্চরও পাঠাচ্ছি। ওয়াস্‌সালাম।"** এরপর তার স্বাক্ষর রয়েছে।

এই পত্র থেকে বুঝা যায়, মিশরের বাদশাহ্‌ মকুকাস মহানবী (সা.)-এর দূতের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করে এবং মহানবী (সা.)-এর দাবির প্রতি কিছুটা আগ্রহও দেখায়। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়, খ্রিষ্টধর্মের প্রতি বিশ্বাসী অবস্থায়ই সে মারা যায়। তার আলোচনার ধরণ থেকে এটিও অনুমেয়, ধর্মীয় বিষয়ে নিঃসন্দেহে সে আগ্রহ প্রদর্শন করত কিন্তু এ বিষয়ে যতটা আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন তার সেটি ছিল না। এজন্য বাহ্যত সে সম্মানজনক আচরণ প্রদর্শন করলেও মহানবী (সা.)-এর আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

মকুকাস যে দু'জন মেয়েকে (উপহার হিসেবে) পাঠিয়েছিল তাদের একজনের নাম ছিল মারীয়া এবং অপরজনের নাম ছিল সিরীন আর তারা উভয়ে আপন সহোদরা ছিলেন। মকুকাস যেমনটি নিজ পত্রে লিখেছিল, তারা কিবতী জাতিভুক্ত ছিলেন আর এটি সেই জাতি, যার সাথে স্বয়ং মকুকাসের সম্পর্ক ছিল আর এই মেয়েরা সমাজের সাধারণ মানুষ ছিলেন না বরং মকুকাসের লেখা অনুসারে কিবতী জাতির মাঝে তাদের খুবই সম্মান ছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, সত্যিকার অর্থে মনে হয়, মিশরীয়দের মাঝে এটি ছিল পুরোনো রীতি যাদের সাথে তারা সম্পর্ক গড়তে চাইত এমন সম্মানিত অতিথিদেরকে নিজ বংশের বা স্বজাতির সম্ভ্রান্ত মেয়েদেরকে বিয়ের উদ্দেশ্যে উপহার দিত। তিনি (রা.) লিখছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন মিশর গমন করেন তখন মিশরের প্রধান তাঁকেও এক সম্ভ্রান্ত মেয়ে অর্থাৎ হযরত বিবি হাজেরাকে বিয়ের জন্য উপহার দিয়েছিলেন, যিনি পরবর্তীতে হযরত ইসমাইল (আ.) এবং তাঁর মাধ্যমে বহু আরব গোত্রের মা হয়েছেন। যাহোক, মকুকাসের প্রেরিত মেয়েদের মদীনায় পৌঁছার পর স্বয়ং মহানবী (সা.) হযরত মারীয়া (রা.)কে বিয়ে করেন এবং তার বোন সিরীনকে আরবের বিখ্যাত কবি হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.)-এর সঙ্গে বিয়ে দেন। হযরত মারীয়া (রা.) হলেন সেই আশিসমণ্ডিত নারী যার গর্ভে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পুত্র হযরত ইব্রাহীমের জন্ম হয়, যিনি খুব সম্ভব মহানবী (সা.)-এর নবী জীবনের একমাত্র সন্তান ছিলেন। এখানে একথাও উল্লেখের দাবি রাখে যে, মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই এই মেয়েদ্বয় হযরত হাতেম বিন আবি বালতা'হ্‌ (রা.)'র তবলীগে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

এ সময় যে খচ্চর মহানবী (সা.)-এর কাছে **উপহার হিসেবে এসেছিল তা ছিল সাদা রঙের, মহানবী (সা.) প্রায়শ এতে আরোহণ করতেন আর এই খচ্চরে চড়েই তিনি (সা.)**

হুনায়নের যুদ্ধে গিয়েছিলেন। (হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃ: ৮১৮-৮২১) মকুকাসকে যে পত্র লেখা হয়েছিল, সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অতিরিক্ত যে কথা বলেছেন তা হল,

রোম-সম্রাটকে যা লেখা হয়েছিল (এটিও হুবহু একই ধরণের পত্র এবং যার শব্দমালাও একই রকম ছিল) এর মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকু, তাতে লেখা ছিল তুমি যদি না মান তাহলে রোমের সাধারণ মানুষের পাপও তোমার স্কন্ধে বর্তাবে আর এতে লেখা ছিল, কিবতীদের পাপের বোঝা তোমার ওপর বর্তাবে। হযরত হাতেব (রা.) যখন মিশর পৌঁছেন, তখন মকুকাস রাজধানীতে ছিল না বরং আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিল। হাতেব (রা.) আলেকজান্দ্রিয়ায় যান, যেখানে বাদশাহ্ সমুদ্র সৈকতে এক বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন (হয়তো এটি সেখানে কোন দ্বীপ হবে)। হাতেব (রা.)ও একটি নৌকায় করে সেই স্থানে পৌঁছেন। চতুষ্পার্শ্বে যেহেতু পাহারা ছিল, তাই দূর থেকে পত্র উঁচিয়ে তিনি আওয়াজ দিতে শুরু করলে বাদশাহ নির্দেশ দেন, এই ব্যক্তিকে আসতে দেয়া হোক এবং তার দরবারে উপস্থাপন করা হোক।

এরপর তিনি (রা.) এটিও লিখেছেন, হযরত হাতেব (রা.) মকুকাসকে একথাও বলেন যে, **খোদার কসম! হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.) সেভাবে সংবাদ দেন নি যেভাবে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.) দিয়েছেন আর আমরা আপনাকে সেভাবেই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি আহ্বান করছি যেভাবে ইহুদীদেরকে ঈসার দিকে আপনারা আহ্বান করেন। এরপর বলেন, প্রত্যেক নবীর একটি উম্মত হয়ে থাকে আর তাদের জন্য আবশ্যক হল তাঁর আনুগত্য করা। অতএব, আপনি যেহেতু সেই নবীর যুগ পেয়েছেন, যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র বিশ্বের জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাই তাঁকে গ্রহণ করা আপনার জন্য আবশ্যক আর আমাদের ধর্ম আপনাকে ঈসার অনুসরণে বারণ করে না বরং আমরা অন্যদেরকেও নির্দেশ দেই, তারা যেন ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনে।** (দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, বিংশ খণ্ড, পৃ: ৩২২) তারা এমন মানুষ ছিলেন, যারা খুবই বীরত্ব ও প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের দায়িত্ব পালন করতেন। কেউ শাসক হোক বা গভর্নর বা বাদশাহ্ই হোক না কেন, কখনও কারও সামনে তারা ভয় পেতেন না।

এরপর মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে এক মহিলার পত্র নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত যে ঘটনা আসে, সেক্ষেত্রে হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.)ই ছিলেন যিনি সেই মহিলার হাতে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে পত্র এবং মহানবী (সা.)-এর আগমনের সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন। ঘটনার বিবরণে যেভাবে এসেছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন, তখন মহানবী (সা.)-এর এক সাহাবী হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ মক্কার কুরাইশদের উদ্দেশ্যে এক মহিলার হাতে পত্র প্রেরণ করেন। হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন শাহ্ সাহেব বুখারীর ব্যাখ্যায় বা ভ্যাষ্যে লিখেছেন, এই ঘটনার বিশদ বর্ণনার পূর্বে ইমাম বুখারী কুরআনের এই আয়াত লিখেছেন, **لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ** (সূরা আল্ মুমতাহানা: ২) অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। হযরত আলী (রা.)'র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমাকে, যুবায়েরকে এবং মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.)-কে মহানবী (সা.)-প্রেরণ

করেন আর বলেন, তোমরা যাত্রা কর, রওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছার পর সেখানে উষ্ট্রারোহী এক নারীকে দেখবে, যার কাছে একটি পত্র রয়েছে, তার কাছ থেকে সে পত্রটি নিয়ে নিবে। আমরা যাত্রা, আমাদের ঘোড়া আামাদেরকে দ্রুত সেখানে পৌঁছে দেয়। রওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছার পর আমরা দেখতে পাই সেখানে এক উষ্ট্রারোহী নারী রয়েছে। আমরা তাকে বললাম, পত্র বের কর। সে বলে, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, পত্র তোমাকে বের করতেই হবে, নতুবা আমরা তোমাকে অনাবৃত করে তল্লাশী চালাব। তখন সেই মহিলা তার খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে আর আমরা সেই পত্র মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসি। আমরা দেখি, তাতে লেখা ছিল হাতেব বিন আবি বালতা'হ্‌র পক্ষ থেকে মক্কাবাসী মুশরিকদের নামে পাঠানো হচ্ছে, যাতে মহানবী (সা.)-এর কোন অভিযানের সংবাদ তাদেরকে দিচ্ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত হাতেব (রা.)-কে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, হাতেব এটি কি? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার সম্পর্কে তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না। আমি কুরাইশ নই কিন্তু তাদের সাথে এসে মিলিত হয়েছি। অন্যান্য মুহাজির, যারা আপনার সাথে এসেছে, তাদের মক্কায় আত্মীয়তা রয়েছে, যাদের মাধ্যমে তারা তাদের বাড়িঘর এবং ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। মক্কাবাসীদের প্রতি আমি কোন অনুগ্রহ করতে চেয়েছি, কেননা তাদের সাথে আমার কোন আত্মীয়তা না থাকলেও হয়তো এই অনুগ্রহের কারণেই তারা আমার প্রতি খেয়াল রাখবে। এছাড়া আমি কুফরী বা ধর্ম পরিত্যাগের কারণে এমনটি করি নি। (আমি অস্বীকারও করি নি আবার আমি মুরতাদও নই এবং ইসলামও পরিত্যাগ করি নি আর আমি কপটও নই এবং এই কাজের উদ্দেশ্যেও আমি এমনটি করি নি।) ইসলাম গ্রহণের পর অস্বীকার কখনও পছন্দ করা যেতে পারে না। (আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি)। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, এ তোমাদের সাথে সত্য বলেছে। হযরত উমর (রা.) ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এতে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে এই কপটের শিরোচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) বলেন, সে তো বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল, তুমি কি জান না, বদরে অংশগ্রহণকারীদের হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লা দেখেছেন এবং তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা যা চাও কর, তোমাদের পাপসমূহকে আমি ঢেকে দিয়েছি।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব আল জাসুস, হাদীস ৩০০৭, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা –সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওয়ালীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৩৫০-৩৫২, নাযারাতে ইশা'আত, রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত)

বুখারী শরীফের হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত ওয়ালীউল্লাহ শাহ্ সাহেব লিখেছেন, বুখারীর আরেকটি হাদীসে এই মহিলাকে মুশরিকা আখ্যা দেয়া হয়েছে, যারা তার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন তারা হলেন, হযরত আলী, হযরত আবু মুরসাদ গানভী এবং হযরত যুবায়ের (রা.)। (ঘটনাটি) এভাবে লেখা হয়েছে যে, সেই মহিলা তার উটে চড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পত্র লুকানো সম্পর্কে অন্য হাদীসে লেখা হয়েছে, যখন সে দেখে যে আমরা (পত্রের বিষয়ে) নাছোড় তখন সে নিজের কোমরে বাঁধা চাদর থেকে পত্র বের করে দেয়, (এরপর) সেই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা মহানবী (সা.)-এর নিকটে আসি।

হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এ ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং মু'মিনদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমাকে তার শিরোচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) বলেন, সে (অর্থাৎ হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্) কি বদরের যুদ্ধে

অংশগ্রহণকারীদের একজন নয়? (এরপর) তিনি (সা.) বলেন, আশা করি আল্লাহ্ তা'লা বদরবাসীদের বিষয়ে অবগত তাই বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা কর, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত। অথবা বলেছেন, আমি তোমাদের দুর্বলতা ঢেকে রেখে তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। একথা শুনে হযরত উমর (রা.)'র চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় আর তিনি বলতে থাকেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ভালো জানেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব ফাযলুম মান শাহেদা বাদরান, হাদীস নং: ৩৯৮৩, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা –হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওয়ালীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ: ৫৩-৫৫, নাযারাতে ইশা'আত, রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত)

হযরত আবু বকর (রা.)ও হযরত হাতেব (রা.)-কে মিশরে মকুকাসের কাছে পাঠিয়েছিলেন আরেকটি চুক্তি করার জন্য। হযরত আমের বিন আস-এর মিশর অভিযান পর্যন্ত উভয় পক্ষের মাঝে এই শান্তিচুক্তি বলবৎ ছিল। {২০০২ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত আল্ ইসতি'আব, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩৭৬, হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.)}

হযরত হাতেব (রা.) সম্পর্কে এসেছে, **হযরত হাতেব (রা.) সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন, হালকা শ্মশ্রুবিশিষ্ট ছিলেন, গ্রীবা কিছুটা ঝুঁকিয়ে রাখতেন আর কিছুটা খাটো আর তার হাতের আঙ্গুল ছিল হৃষ্টপুষ্ট।**

হযরত ইয়াকুব বিন উতবার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.) তার মৃত্যুকালে চার হাজার দিরহাম এবং দিনার রেখে গেছেন। তিনি খাদ্যশস্য ইত্যাদির ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি তাঁর সম্পত্তি মদীনায় রেখে গেছেন। (১৯৯৬ সালে বৈরুতের দারুল্ এহইয়াউত তারাসুল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৬১) হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত হাতেব (রা.)'র ক্রীতদাস মহানবী (সা.)-এর কাছে স্বীয় মনিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসে। ক্রীতদাস বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! হাতেব অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। (কোন বকাঝকা হয়তো তাকে করে থাকবেন) তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, সে আদৌ জাহান্নামে যাবে না, কেননা সে বদর এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিল। (সুনানুত তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব ফিমান সাব্বা আসহাবান নাবিয়্যি (সা.), হাদীস নং: ৩৮৬৪)

যেমনটি বলা হয়েছে, হযরত হাতেব (রা.) (খাদ্যশস্যের) ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করতেন। বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি এবং মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত ইসলামী যে শিক্ষা রয়েছে, তা কী? এর উল্লেখ করতে গিয়ে তার (অর্থাৎ হযরত হাতেব (রা.)}'র বরাতে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একটি কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকে পবিত্র মদীনায় (জিনিস-পত্রের) মূল্য নির্ধারণের নিয়ন্ত্রণ ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে ছিল। (অর্থাৎ, বাজারে বিভিন্ন জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করত ইসলামী রাষ্ট্র।) যেমন বিভিন্ন হাদীসে আছে, হযরত উমর (রা.) একবার মদীনার বাজারে ঘুরছিলেন তখন তিনি লক্ষ্য করেন, এক ব্যক্তি (অর্থাৎ হাতেব বিন আবি বালতা'হ্) আল্ মুসাল্লা নামক বাজারে দু'বস্তা শুষ্ক আঙ্গুর নিয়ে বসে আছেন। (শুকনো আঙ্গুরও বলতে পারেন আবার কোথাও কিসমিসও লেখা রয়েছে।)। হযরত উমর (রা.) তার কাছে এর মূল্য জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এক দিরহামে দুই মুদ। (দুই মুদের দাম এক দিরহাম।) এই মূল্য বা দর ছিল বাজারের সাধারণ মূল্যের তুলনায় সস্তা ছিল। এজন্য হযরত উমর (রা.) তাকে বাড়িতে গিয়ে বিক্রি করার নির্দেশ দেন, কেননা এটি অনেক সস্তা ছিল। আর বাজারে এত সস্তা দামে (তিনি) বিক্রি করতে দেবেন না, কেননা এর ফলে বাজার দর প্রভাবিত হবে এবং বাজারমূল্য

সম্পর্কে মানুষের মাঝে কুধারণা সৃষ্টি হবে।" বাজারের উচ্চ মূল্য সম্পর্কে মানুষ বলবে, অন্যরা আমাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে বেশি মূল্য নিচ্ছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ফিকাহ্বিদেরা এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক করেছেন। অনেকে এমন হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন যে, পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাহার করেন। যাহোক, এটি কথা সঠিক যে, মোটের ওপর ফিকাহ্বিদগণ হযরত উমর (রা.)'র মতামতকে একটি নির্ভরযোগ্য সনদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা লিখেছেন, ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব (জিনিসের) মূল্য নির্ধারণ করা (বাজারদর নির্ধারণ করা)। নতুবা জাতির চরিত্র ও সততা এতে প্রভাবিত হবে। কিন্তু এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানে সেসব বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা বাজারে আনা হয় (বাজারে এনে প্রকাশ্যে বিক্রি করা হয়) যেসব জিনিস বাজারে আনা হয় না এবং ব্যক্তিগত জিনিস হয়ে থাকে, সেগুলোর উল্লেখ এখানে নেই। অতএব, যেসব জিনিস বাজারে এনে বিক্রি করা হয় সেগুলো সম্পর্কে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ হল, একটি মূল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত (বাজারদর নির্ধারিত হওয়া উচিত) যাতে কোন দোকানদার মূল্য কম-বেশি করতে না পারে। কাজেই, কোন কোন 'আসার' ও হাদীসে ফিকাহবিদেরা লিখেছেন যাতে এর সমর্থন রয়েছে। {খুতবাতে মাহমুদ (রা.), ১৯তম খণ্ড, পৃ: ৩০৭-৩০৮, জুমুআর খুতবা, ১০ই জুন, ১৯৩৮}

সরকারী ব্যবস্থাপনার অধীনে চারণভূমি এবং সেখানে পানির জন্য কূপ খনন করানোও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মহানবী (সা.) একবার এ কাজও হযরত হাতেব (রা.)-কে দিয়ে করিয়েছিলেন। তাই এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "বনু মুস্তালিক এর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.) **'নাকী'** নামক স্থান অতিক্রম করার সময় একটি বিস্তীর্ণ এলাকা এবং ঘাস দেখতে পান। এলাকা অনেক বিস্তৃত ছিল আর সর্বত্রই ছিল সবুজ শ্যামলের মেলা, এছাড়া অনেক কূপও ছিল। সেখানকার পানিও ভালো ছিল। তিনি (সা.) এসব কূপের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলা হয়, হে আল্লাহ্র রসূল! পানি তো খুবই উত্তম কিন্তু আমরা যখন এসব কূপের প্রশংসা করি তখন এগুলোর পানি কমে যায় আর কূপের পানি নিচে নেমে যায়। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.)-কে একটি কূপ খননের নির্দেশ দেন। সেই সাথে তিনি (সা.) নাকী'র এই স্থানে চারণভূমি বানানোর নির্দেশ দেন। অর্থাৎ, সরকারী এই চারণভূমি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকবে। হযরত বেলাল বিন হারেস মুযানী (রা.)-কে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত বেলাল (রা.) তখন নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি এই ভূমি থেকে কতটুকু অংশকে চারণক্ষেত্র বানাবো? বিস্তীর্ণ এলাকা, এরমধ্য হতে কতটুকু অংশে সরকারী চারণভূমি বানানো হবে? তখন মহানবী (সা.) বলেন, প্রভাত উদিত হলে বজ্রকণ্ঠের অধিকারী একজনকে দাঁড় করাও, (রাতের অন্ধকারে শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে) এরপর তাকে সেখানে অবস্থিত মুকাম্মাল নামক ছোট্ট পাহাড়ের ওপরে দাঁড় করাও, তার আওয়াজ যতদূর যায় ততটুকু অঞ্চলকে মুসলমান মুজাহিদদের ঘোড়া এবং উটের চারণক্ষেত্র বানিয়ে দাও। (এটিও ছিল তাঁদের একটা রীতি। ফুট বা মাইলের কথা হচ্ছে না, যে পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে এর শেষপ্রান্তের বিভিন্ন কোণায় মানুষ দাঁড় করাও, যে পর্যন্ত আওয়াজ যায় সেটিই হবে এই চারণক্ষেত্রের সীমানা। আর সেই চারণক্ষেত্র হবে মুসলমান মুজাহিদদের উট এবং ঘোড়ার জন্য, যার মাধ্যমে তারা জিহাদ করতে সক্ষম হবে। এটি হবে বায়তুল মালের অধীন সরকারী চারণক্ষেত্র আর তা হবে যুদ্ধে

অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের ঘোড়া এবং উটের চারণক্ষেত্র) এরপর হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! মুসলমানদের সাধারণ পশুপাল চরানো সম্পর্কে কী নির্দেশ? (মুসলমানদের অনেক সাধারণ পশুপাল রয়েছে, উন্মুক্ত চারণভূমিতে চরে থাকে, সেগুলো সম্পর্কে আপনার মতামত কী? আপনার নির্দেশনা কী?) তিনি (সা.) বলেন, সেগুলো এতে প্রবেশ করবে না, এটি কেবল তাদের জন্য যারা জিহাদের জন্য নিজেদের উট এবং ঘোড়া প্রস্তুত করছে। হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেসব দুর্বল নারী-পুরুষ যাদের কাছে স্বল্প সংখ্যক ছাগল-ভেড়া রয়েছে আর তারা সেগুলো একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা রাখে না (তারা দরিদ্র, কয়েকটি ছাগল ভেড়া লালন-পালন করে আর দূরে নিয়ে যাওয়া তাদের জন্য দুষ্কর বা অন্য কোথাও যেতে পারে না, এদের মাঝে দুর্বল, বৃদ্ধ এবং নারীরাও রয়েছে) তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? এতে মহানবী (সা.) বলেন, এদেরকে ছাড় দাও এবং সেগুলোকে চরতে দাও। (১৯৯৬ সনে বৈরুত থেকে মুদ্রিত সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৫২-৩৫৩, গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালিক) এদের অনুমতি আছে। গরীব, অভাবী এবং দুর্বলদের অনুমতি আছে। তারা সরকারী চারণগাহে চরাতে পারে, জাতীয় সম্পদ কেবল জাতীয় স্বার্থেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। তবে, দরিদ্রদের যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনও মেটাতে হয় তবে তারাও এ থেকে উপকৃত হতে পারে।

হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্‌র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে যে, তার চরিত্র কীরূপ ছিল **"সিয়ারুস সাহাবা"** পুস্তকের রচয়িতা লিখেছেন, তিনি পরম বিশ্বস্ত ছিলেন, হিতৈষণা ও স্পষ্টভাষিতা ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি ছিলেন খুবই যত্নবান। মক্কা বিজয়ের সময় মুশরিকদের উদ্দেশ্যে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন (এটি সেই মহিলার হাতে পাঠিয়েছিলেন, যার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) তা মূলত আত্মীয়স্বজনের প্রতি সহানুভূতিরই পরিচায়ক। অতএব মহানবী (সা.)-ও তার এই সদিচ্ছা এবং স্পষ্টভাষিতাকে দৃষ্টিতে রেখে তাকে মার্জনা করেছিলেন, তাকে ক্ষমা করেছিলেন। (সিয়ারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১১-৪১২, ইসলামী কুতুব খানা হতে মুদ্রিত)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এসব সাহাবীর উন্নত গুণাবলীর ধারক ও বাহক করুন এবং তাঁদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করতে থাকুন, আমীন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)